উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.nbr.gov.bd

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ।

'জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা' কর্মশালায় দুদক-এনবিআর চেয়ারম্যান

আমরা সকলে সর্তক হই, সময় এসেছে কাউকে ছাড় না দেয়ারঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে এনবিআরের 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন কাঙ্খিত রাজস্ব। নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকল অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সাথে নিয়মিত আলোচনা, সংলাপ, সেমিনার, কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহকারী সংস্থা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার সকল অংশীজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে সুশাসন সুনিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। রাজস্ব সংগ্রহে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন।

জাতীয় জীবনে সর্বত্র রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি চালু করার ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পেশাগত সম্পর্ক আরো নিবিড় এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকাকে আরো সক্রিয় ও বেগবান করার লক্ষ্যে 'জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা' বিষয়ক এক সেমিনার আজ ১৮ জানুয়ারি বুধবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় সেগুনবাগিচাস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মো: নজিবুর রহমান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব আবু মোঃ মোস্তফা কামাল, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সুলতান-উল ইসলাম চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যবর্গ, কমিশনারগণসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক কর্মকান্ড এবং 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামো'র ওপর একটি 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন' উপস্থাপন করা হয়।

প্রধান অতিথির দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে দুর্নীতি দমন কমিশন চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামো' এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণের বিষয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'এখন সময় এসেছে আমাদের সকলের সর্তক হওয়ার। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির চিত্র এখন ভিন্ন। আমাদেরকে দেশ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজেদের কল্যাণে আমাদেরকে বেশি বেশি ট্যাক্স দিতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'ব্যক্তিগত ও পদ্ধতিগত কারণে এনবিআর-দুদক সম্পর্কে মানুষের ধারণা ইতিবাচক নয়। মানুষের এ বদ্ধমুল ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সময় এসেছে সত্য কথা বলার। আমাদের ট্যাক্স জিডিপির হার বাড়াতে হবে। রাষ্ট্রের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে বেশি বেশি ট্যাক্স দিতে হবে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিজ নিজ কাজ সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পাদন করতে হবে।'

দুর্নীতি নির্মূলের পাশাপাশি অবৈধ আয় যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য এনবিআরের কর্মকর্তাদের উদ্যোগ, কর্ম দক্ষতা ও সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, 'অবৈধ টাকা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। নিজেরা সর্তক হই। সময় এসেছে কাউকে ছাড় না দেয়ার । অবৈধ আয় যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য এনবিআরের সহযোগিতা চাই, উদ্যোগ চাই, কর্ম দক্ষতার উন্নয়ন চাই।'

তিনি আরো বলেন, 'প্রত্যেক নাগরিক এনবিআরে সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইল জমা দিলে সম্পত্তি ও অর্থের উৎস জানতে পারবো। এখন কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না, কারণ দুদকের সেই সক্ষমতা নেই। এনবিআর জিজ্ঞাসা করতে পারে। দুদক সম্পদের হিসাব চায়। ১ কোটি লোক থেকে ট্যাক্স নেয়া প্রয়োজন নেই। যার সক্ষমতা আছে তার থেকে ট্যাক্স নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করে দেয়া যায়। এটা উন্নত বিশ্বে রয়েছে। এনবিআর কর্মকর্তারা সে পথ তৈরি করতে না পারলে দুদক তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। দুদক ও এনবিআরের আইন দু'রকম। এক দেশে দু'আইন হতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করবো।'

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, '২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা 'সুশাসন ও উন্নততর আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' চালু করেছি। এটাই এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল পর্যায়ে সঞ্চালিত হচ্ছে। সকল ক্ষেত্রে সুশাসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা সকল প্রকার দুর্নীতি, হয়রানি, অসদাচরণ ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি।

তিনি আরো বলেন, 'রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা ও দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা।'

তিনি আরো বলেন, 'দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। বিশেষ করে যারা করদাতাদের অযথা হয়রানি করেন, বার বার সতর্ক করার পরও সংশোধন হয়নি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইতোমধ্যে অনেক কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ কমিশনার থেকে যুগ্ম কমিশনার করা হয়েছে। তাই দুর্নীতিকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। তাঁরা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। শুধু দুর্নীতি প্রতিরোধ নয়, দুর্নীতি নিরাময়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।'

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

২৮/০১/২০১৭

(সৈয়দ এ. মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ
বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।